Notes on

SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation

SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation

SAARC এর পুরো কথা হলো South Asian Association for Regional Cooperation। এটি দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একটি সংস্থা। 1985 সালে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা এবং পাকিস্তান নিয়ে এই SAARC সংস্থাটি তৈরি হয়েছিল হয়েছিল। আফগানিস্তান অষ্টম সদস্য হিসেবে 2007 সালে যোগদান করে ।

SAARC এর সদর দপ্তর হল নেপালের কাঠমান্ডুতে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ই হল SAARC এর লক্ষ্য। এর সাথে সাথে জনসাধারণের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা, সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এর অন্যতম লক্ষ্য। এর সাথে দেশগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্যতারও দাবি রাখে।

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) টপিকটি WBCS পরীক্ষার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

SAARC কী?

SAARC হলো South Asian Association for Regional Cooperation কথাটির আদ্যক্ষর গুলি নিয়ে গঠিত একটি অক্ষরগুচ্ছ, যেটি ডিসেম্বর 8, 1985 সালে গঠিত হয়েছিলো, যখন আটটি দেশ যথাক্রমে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং ভারত SAARC চার্টার স্বাক্ষর করে ।

SAARC মধ্যে সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে। শ্রীলংকার বাসিন্দা মিস্টার উইড়াকোন বর্তমানে SAARC এর সেক্রেটারি জেনারেল এবং তিনি হলেন 14 তম সেক্রেটারি জেনারেল। 2020 সালের মার্চ মাসে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন।

SAARC সম্মহয়। সাধারনত দুই বছর ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকেএবং আলফাবেটিক অর্ডারে সদস্য দেশগুলি এক এক বছর এক একজন আয়োজন করে থাকে।

SAARC এর কার্যাবলী

SAARC এর কার্যাবলী তাদের চার্টার এ উল্লিখিত আছে, যা নিচে বর্ণিত হল:

- দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত পারে।
- এছাড়াও এর লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা, সংস্কৃতির অগ্রগতি, সামাজিক উন্নতি কে ত্বরান্বিত করা এবং যাতে প্রতিটি নাগরিক তাদের স্বমর্যাদা এবং সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলি যাতে তাদের নিজেদের ভরণ পোষণ সঠিক ভাবে করতে পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা।
- সদস্য দেশগুলিকে পরস্পরের সাথে এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়।

SAARC এর সদস্যগণ

SAARC এর আটটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নয়টি তত্ত্বাবধায়ক সদস্য দেশ রয়েছে:

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

আটটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হল-

1. ভারত
2. আফগানিস্তান
3. বাংলাদেশ
4. ভুটান
5. নেপাল
6. পাকিস্তান
7. শ্রীলংকা
8. মালদ্বীপ

তত্ত্বাবধায়ক সদস্য দেশ

SAARC এর নয়টি তত্ত্বাবধায়ক সদস্য দেশ রয়েছে, যারা হল:

1. অস্ট্রেলিয়া
2. চীন
3. EU
4. জাপান
5. মরিশাস
6. ইরান
7. কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
8. মায়ানমার
9. আমেরিকা

SAARC এর নীতি

SAARC এর নীতি অনুসারে:

- সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, অন্যান্য রাষ্ট্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার নীতিগুলিকে সম্মান করতে হবে।
- দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এই জাতীয় কর্পোরেশন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে না, তবে এটি তাদের নিজস্ব একটি উপাদান হওয়া উচিত।
- এই ধরনের কর্পোরেশন বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

SAARC এর উদ্দেশ্য

সনদ অনুযায়ী SAARC-র উদ্দেশ্য হল:

- দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং সামাজিক অগ্রগতি বজায় রাখার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিকে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ প্রদান করা।.
- দক্ষিণ এশিয়ার সম্মিলিত স্বনির্ভরতাকে শক্তিশালী ও প্রচার করা।
- অর্থনীতি, সমাজ, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহায়তা এবং সহযোগিতা সক্রিয়ভাবে প্রচার করা।

SAARC এর বিশেষায়িত সংস্থা

সার্কের সদস্য দেশগুলো সম্মিলিতভাবে সার্কের চারটি বিশেষায়িত সংস্থা গঠন করেছে। নিম্নে সার্কের বিশেষায়িত সংস্থাগুলি উল্লেখিত হল-

- SAARC আরবিট্রেশন কাউন্সিল- পাকিস্তান: এটি একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা যা পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য, বাণিজ্যিক ব্যাংকিং বা অন্য কোনো বিরোধের ন্যায্য নিষ্পত্তির জন্য এই অঞ্চলের মধ্যে আইনি কার্য সম্পাদন করে।
- SAARC উন্নয়ন তহবিল- ভুটান: এটি একটি ভুটান-ভিত্তিক তহবিল সংস্থা যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসনের মতো সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য অর্থায়ন করা।
- সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি- ভারত: সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ভারতে অবস্থিত, যেখানে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন- ঢাকা: সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন ঢাকায় অবস্থিত। আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য এবং বিশ্ব বাজারে প্রবেশের সুবিধার্থে এই অঞ্চলের মধ্যে সম্প্রীতি বিকাশের জন্য সদস্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং অর্জনের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

SAARC এর কৃতিত্ব

সার্ক এর উত্থানের ফলে নিম্নলিখিত কৃতিত্ব গুলি অর্জিত হয়েছিল:

- SAARC সেবা বাণিজ্য চুক্তি (SATIS): সেবা উদারীকরণের জন্য SATIS GATS-plus 'পজেটিভ তালিকা' পদ্ধতি অনুসরণ করছে।
- SAARC বিশ্ববিদ্যালয়: ভারতে একটি সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়, একটি খাদ্য ব্যাংক এবং পাকিস্তানে একটি শক্তির রিজার্ভ স্থাপন করা।
- SAPTA: সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য 1995 সালে কার্যকর হয় South Asia Preferential Trading Agreement।

- SAFTA: একটি দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, যা পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার সাথে সাথে তথ্য প্রযুক্তির মতো সমস্ত পরিষেবা ছাড়া 2016 সালের মধ্যে সমস্ত ব্যবসায়িক পণ্যের শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে SAARC এর গুরুত্ব

সার্ক ভারতের জন্য একটি ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব বহন করছে। এটি নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতায় যুক্ত করে চীনের OBOR উদ্যোগকে প্রতিহত করতে পেরেছে। এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে এই অঞ্চলে তার নেতৃত্ব প্রদর্শনের জন্য ভারতকে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে।

SAARC ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হবে কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিগুলিকে সংযুক্ত করা ভারতে আরও অর্থনৈতিক একীকরণ এবং সমৃদ্ধি আনবে, বিশেষত পরিষেবা খাতে। সার্ক এইভাবে ভারতের নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের প্রাধান্য দেবে এবং এই অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে।

SAARC এর সামনে চ্যালেঞ্জ

সার্ক যে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা হল কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনা, যা সার্কের সম্ভাবনাকে সরাসরি ব্যাহত করছে। এ ছাড়া অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে:

- সার্কের বার্ষিক বৈঠকের ফ্রিকোয়েন্সি যথেষ্ট কম। আদর্শভাবে, সার্কের সদস্যদের বছরে অন্তত দুবার একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে জড়িত হওয়া উচিত।
- সহযোগিতার বিস্তৃত পরিসরের কারণে, শক্তি, এবং সম্পদ বিমুখ হয়ে যায়।
- সার্ক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সন্তোষজনক বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে।